দোয়া সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমিন
ভাইস প্রিন্সিপাল-২, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

পবিত্র কুরআনের নিরীখে দোয়ার গুরুত্ব ও কল্যাণ

দোয়ার আভিধানিক অর্থ হল 'ডাকা'। ব্যাপক অর্থে এর অর্থ হলো –যাচনা করা বা সাহায্য চাওয়া। পরিভাষাগতভাবে এর অর্থ হলো- নিজের বিপদ আপদ দূর করা ও প্রয়োজন পুরা করার জন্য আল্লাহ্‌কে ডাকা এবং তাঁর সাহায্য যাচনা করা। দোয়া করার ফলে আল্লাহ্ তা'লা ও বান্দার মধ্যে গভীর ও নিবীড় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কল্যাণরাজি অর্জিত হয়।

দোয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন "ফাজকুরুনি আজকুরুকুম" (বাকারা : ১৫০) অর্থাৎ - অতএব আমাকে স্মরণ কর। আমিও তোমাদেরকে, স্মরণ করবো। 'যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন তাদের বলে দাও নিশ্চয়ই আমি অতি নিকটে রয়েছি। আমি দোয়াকারীর দোয়ার উত্তর দেই, যখন তারা আমাকে ডাকে। তাই উচিত, তারা যেন আহ্বানে সাড়া দেয়, আর আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়।' (বাকারা : ১৮৭)

দোয়ার জন্য ধরাবাধা নিয়ম-কানুন নেই। যখন খুশি, যে কোন জায়গায়, যে কোন অবস্থায় দোয়া করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন– 'তাদের প্রভু প্রতিপালককে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে বসে, শোয়া অবস্থায়।' (আলে ইমরান : ১৯২) হৃদয়ের প্রশান্তি ও স্বস্তি একমাত্র দোয়া, ইবাদত ও যিকরে ইলাহীর মাধ্যমেই লাভ হয়ে থাকে। জাগতিক কোন আরাম আয়াশের বস্তুর মাধ্যমে এটা হয় না। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন– শোন! আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। (রাদ-২৯)

এ কারণে দোয়ার প্রতি বিন্দুমাত্র অবহেলা প্রদর্শন বা অমনোযোগী হওয়া কিছুতেই কাম্য নয়। এটা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমার অযোগ্য কাজ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন– আর তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। আমার ইবাদত করা থেকে যারা নিজেদেরকে উর্ধ্বে মনে করে, তারা নিশ্চয়ই লাঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (আল মু'মেন-৬১)

আল্লাহ্‌কে কি বলে, কি নামে ডাকতে হবে সে বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যার যেভাবে খুশি যে, নামে খুশি, ডাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন–"আর সব সুন্দর নাম আল্লাহ্‌রই। সুতরাং তোমরা তাঁকে এসব নাম ধরে ডাক।" (আরাফ ১৮১) আমরা দোয়া না করলে আল্লাহ্‌র কিছু যায় আসে না। দোয়া করলে বা না করলে লাভ ক্ষতি আমাদের নিজেদের। আল্লাহ্ তা'লা এ প্রসঙ্গে বলেন–"তুমি বল, তোমরা দোয়া না করলে তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের দোয়াটি গ্রাহ্য করবেন না।

যেহেতু তোমরা এ বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছ, কাজেই এর শাস্তি অবশ্যই তোমাদের পিছু লেগে থাকবে। ব্যকুলচিত্তে, আশা-আকাঙ্খা নিয়ে, মনের আকুতি মিশিয়ে, নাছোড় বান্দা হয়ে দোয়া করলে সেটা আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, (নমল : ৬৩) অথবা তিনি কে যিনি ব্যাকুল ব্যক্তির দোয়া শুনেন, যখন সে তার সমীপে দোয়া করে ও তার কষ্ট দূর করে দেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরারিধীকারী করে দেন?। আল্লাহ্‌র সাথে কি অন্য কোন উপাস্য আছে? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।"

দোয়া সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বক্তব্য

* যে দোয়া একনিষ্ঠ হৃদয়ে করা হয়, সেটাকে ফিরিয়ে দেয়া হয় না। সেটা কবুল (গ্রহণ) করা হয়। হযরত সালমান ফার্সী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন–"আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময় ও অতি দানশীল। যখন বান্দা তাঁর সমীপে দু'হাত উঠায়, তখন তিনি এটাকে অপূর্ণ, শূন্য ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান।" (তিরমিযী কিতুবুল দাওয়াত)

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন–"মানুষ যখন সিজদায় থাকে, তখন তার প্রভু-প্রতিপালকের সবচে নিকটে অবস্থান করে। এজন্য সিজদায় সবচেয়ে বেশী দোয়া কর।" (মুসলিম কিতাবুল সালাত)

* মহানবী (সা.) বলেন, – "যখন তোমরা দোয়া কর, তখন এ দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে দোয়া

কর, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তোমাদের দোয়া শুনবেন। আর স্মরণ রেখ! খোদা তা'লা গাফেল ও বেপরোয়া হৃদয়ের দোয়া শোনেন না" (সহী বুখারী)।

* মহানবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি চায় বিপদের সময় তার দোয়া যেন শোনা হয়, তার উচিত, নিরাপদ সময়ে অধিকহারে দোয়া করা।' তিরমিযী আবওয়াবুদ্ দাওয়াত)

* মহানবী (সা.) বলেন- 'দোয়া হল ইবাদতের মগজ।' "দোয়া ছাড়া তকদীর (অসুখ বিধান) পরিবর্তিত হয় না।" "যখন কোন মুসলমান খোদার সমীপে দোয়া করে, তখন তিনি এই তিন অবস্থার যে কোন এক অবস্থার দোয়াকে গ্রহণ করেন। (১) হয় এটাকে ঐ অবস্থায় এ জগতেই গ্রহণ করেন। (২) নতুবা এটাকে দোয়াকারীর জন্য আখিরাতের ভান্ডার হিসেবে গ্রহণ করে নেন।

(৩) কোন ঐশী-নীতি বা ঐশী-পরিকল্পনার কারণে যদি দোয়া গ্রহণ করা না হয়, তবে এর কারণে দোয়াকারীর অনুরূপ কোন কষ্ট বা মন্দকে দূর করে দেয়া হয়।

"আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের জন্য দোয়া করা ও যাচনা করা আবশ্যকীয়। দোয়া গ্রহণ করা ও ক্ষমা করা এটা আমার দায়িত্ব।" (তিবরানী)

"আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ-আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে দোয়া যাচনা কর। আর জেনে রেখ, আল্লাহ্ তা'লা গাফেল হৃদয়ের দোয়া গ্রহণ করেন না" (তিরমিযী)।

"যখন তোমাদের কেউ দোয়া করে তখন তার উচিত নিজের সংকল্পে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে যাচনা করা। আর এমন শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়-"হে আল্লাহ্! যদি তুমি পসন্দ কর, তাহলে আমার এ দোয়া গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'লা তো তাঁর পসন্দ হলেই গ্রহণ করবেন। তিনি সবকিছুর মালিক। তাঁর ওপর কোন চাপ নেই। তাই গা-ছাড়া শব্দ ব্যবহার করে দোয়ার শক্তি ও মনোযোগকে দুর্বল করা উচিত নয়।"

* হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, নিজের দোয়া যখন গৃহিত হয়েছে বলে বুঝতে পার, তখন এ দোয়া কর, 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি বেইজ্জাতিহি ও জালালিহি তাতিম্মুস্ সলিহাত্' অর্থাৎ সব প্রশংসা ঐ সত্তার, যার সম্মান ও প্রতাপের কারণে সব পুণ্য কর্ম পরিপূর্ণ ভাবে পরিসমাপ্ত হয়। (মুস্তাদেরেক হাকেম)

দোয়ার বিষয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বক্তব্য

* সর্বগণ্য বিষয় হলো, যাঁর নিকট দোয়া করা হচ্ছে, তাঁর প্রতি পূর্ণবিশ্বাস থাকতে হবে। এখনও তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ও সর্ববিষয় জ্ঞাত মনে করতে হবে। তার সত্তার প্রতি ঈমান রাখতে হবে যে তিনি দোয়া শোনেন ও গ্রহণ করেন (মলফুযাত, খন্ড- ৩, পৃ-৫৫২)

* সাপের বিষের ন্যায় মানুষের মধ্যেও বিষ রয়েছে। এই বিষের প্রতিষেধক হলো দোয়া। এর মাধ্যমে উর্ধ্বলোক থেকে এক প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়। যে দোয়া থেকে গাফেল, সে মারা গেছে। এক দিন ও রাত যে দোয়া থেকে শূন্য, সে শয়তানের নিকটবর্তী হয়ে গেছে। প্রতিদিন হিসেব নেয়া উচিত, দোয়ার হক আদায় করতে পেরেছি কিনা। (মলফুযাত, খন্ড- ৩, পৃ-৫৯১)

* যতক্ষণ পর্যন্ত দোয়ার মাঝে সত্যিকার ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা প্রভাবহীন ও বৃথা কাজ হবে। (মলফুযাত, খন্ড- ৫, পৃ-৪৫৫)

* নামাযে নিজের ভাষায় দোয়া যাচ্না কর। যে স্বত:সিদ্ধ.........আবেগ মাতৃভাষায় সৃষ্টি হয়ে সেটা অন্য ভাষায় কখনও সৃষ্টি হতে পারে না। (মলফুযাত, খন্ড- ৪, পৃ-২৯)

* মূলত: খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করার জন্য দোয়া করা উচিত। তাহলে অন্যান্য দোয়া এমনিতেই গ্রহণ হয়ে যাবে। কেননা গুনাহ থেকে মুক্ত হলে বরকত লাভ হয়। এছাড়া সেই দোয়া গ্রহণ হয় না, যেটা শুধুমাত্র এই নশ্বর জগতের জন্য করা হয়। (মলফুযাত, খন্ড- ৩, পৃ-৬০২)

* দোয়া এক মৃত্যু। মৃত্যুর সময় যেভাবে ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা কাজ করে, ঠিক সেভাবে দোয়ার ক্ষেত্রেও ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা থাকা আবশ্যকীয়। (মলফুযাত, খন্ড- ৩, পৃ-৫১৬)

* দোয়া কি? আল্লাহ্ এবং তাঁর সরল, নেক বান্দার মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ সুলভ ইতিবাচক সম্পর্কের নাম দোয়া। আল্লাহ্ করুণা ও আন্তরিকতার সাথে তাতে সারা দেয়, আল্লাহ্ ততই তার নিকটে আসেন। দোয়ার মাধ্যমে এই সম্পর্ক এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় এবং এমন এক বিশিষ্ট গুণ ধারণ করে, যা আশ্চর্যজনক ফলাফল সৃষ্টি করে। (বারাকাতুদ দোয়া-পৃ:-১২)

* দোয়া এমন জিনিষ, যা শুকনো খড়কেও সবুজ সতেজ করতে পারে এবং মৃতকে জীবিত করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা সেভাবে তার তকদীর ও ইচ্ছাকে রেখেছেন, যে অনুযায়ী যে-কোন পাপী-ব্যক্তি যে ধরনেরই বিপদে বা কষ্টে নিপতিত হোক, দোয়া তাকে রক্ষা করতে পারে। (আলহাকাম, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯১৩)

* মনে রাখবে, দোয়া সেই অস্ত্র যা এ যুগে বিজয় লাভের জন্য আমার হাতে দেয়া হয়েছে। হে আমার বন্ধুগণ! তোমরা কেবল এ দোয়ার অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধে জিততে পার। (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন)

দোয়া গ্রহণযোগ্য হওয়ার সময়

কিছু সময় রয়েছে যেগুলো দোয়া গ্রহণীয় হওয়ার জন্য উপযোগী ও সর্বোত্তম।

(১) রাতের শেষ অংশে দোয়া গ্রহণীয় হওয়ার উপযোগী ও সর্বোত্তম সময়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন-"আমাদের প্রভু-প্রতিপলক প্রতিরাতে নিকটবর্তী আকাশে নেমে আসেন। যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কে আছে যে আমাকে ডাকছে যাকে আমি তার ডাবে সাড়া দেই? কে আছে যে আমার কাছে যাচনা করছে যাতে আমি দান করি? কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা যাচনা করছে যাতে আমি তাকে ক্ষমা করে দেই? (তিরমিযী, কিতাবুত্ দাওয়াত)

(২) মহানবী (সা.) বলেছেন- আযান ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া ব্যর্থ হয় না (সহী বুখারী)

(৩) সূর্য অস্ত যাওয়া ও সূর্য ওঠার পূর্ববর্তী সময়ের দোয়া গ্রহণ করা হয়।

(৪) আসর থেকে মাগরীব পর্যন্ত সময়ের দোয়া গ্রহণ হয়।

(৫) রোযার ইফতার করার সময়ের দোয়া গ্রহণ করা হয়।

(৬) সফরের সময়ের দোয়া গ্রহণ করা হয়।

(৭) নতুন চাঁদ দেখার সময়ের দোয়া গ্রহণ করা হয়।

(৮) জুমুআর দিন আসর ও মাগরীবের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া গ্রহণ করা হয়।

দোয়া গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলী

দোয়া গ্রহণের জন্য কিছু শর্তাবলী রয়েছে যা হওয়া আবশ্যকীয়।

(১) দোয়া গ্রহণের জন্য দৃঢ় ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস, পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রতা থাকা আবশ্যক। মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে

আল্লাহ্ দোয়া কবুল করবেন এবং করার ক্ষমতা রাখেন।

(২) দোয়ার প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য হৃদয়, মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনা পুতপবিত্র হওয়া অতি আবশ্যকীয়।

(৩) বান্দার মধ্যে বিনয় ও খোদার ভয় সৃষ্টি হওয়া আবশ্যকীয়। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "নিজের প্রভু-প্রতিপালককে ভয়-ভীতির সাথে স্মরণ কর।"

(৪) দোয়ার জন্য নীরব নিস্তব্ধ, কোলাহলমুক্ত জায়গা বেছে নেয়া সর্বোত্তম। এতে মনেপ্রাণে খোদার সকাশে ফরিয়াদ করা যায়। একাগ্রতা সৃষ্টি হয়।

(৫) দোয়া করার সময় বিনয়, ...ভয়ভীতি ব্যকুলতা সৃষ্টি দোয়াকে গ্রহণীয় করার জন্য আবশ্যকীয়।

(৬) দোয়ার জন্য শরীর, জায়গা ও বিছানা পুতপবিত্র ও পরিষ্কার হওয়া আবশ্যকীয়। কেননা আল্লাহ্ তা'লা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। বান্দাদের নিকটবর্তী হন। কিছু নোংরা আবর্জনা থেকে দূরে থাকেন।

(৭) এক হাদীসে বর্ণিত, দোয়া উর্ধ্বলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। ততক্ষণ পর্যন্ত ওপরে যেতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মহানবী (সা.) এর প্রতি সূচনা ও উপসংহারে দরূদ প্রেরণ না করা হয়।

(৮) দোয়ায় প্রার্থিত বাবু খোদা তা'লার দৃষ্টিতে দোয়াকারীর জন্য শুভ ও সম্মানজনক হওয়া আবশ্যকীয়।

(৯) দোয়ায় বেশী করে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করা উচিত।

(১০) দোয়ার পূর্বে আল্লাহ্‌র অযাচিত দান সমূহের কথা চিন্তা করা উচিত। এতে হৃদয় বিগলিত হবে।

(১১) দোয়াকারীকে দোয়ার সব সময় সব ধরণের নির্বাচন করে নেয়া আবশ্যক।

(১২) দোয়ার জন্য আশিষমন্ডিত স্থান নির্বাচন করে নেয়া আবশ্যক। এটাও মনের ওপর বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে।

(১৩) আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নমাগুলোর দোহাই দিয়ে দোয়া করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন– (বারাকাতুদ দোয়া, পৃষ্ঠা ১৬)

মনে রাখা দরকার, বিনয় ও কাতরতাই একমাত্র শর্ত নয়। অন্যান্য বহু শর্ত রয়েছে যে ধর্মীয় তা ও পবিত্রতা, সত্যবাদিতা, সংশায়াতীত অটল বিশ্বাস, খোদাপ্রেম ও গভীর মনোনিবেশ ইত্যাদি।

ইসলাম-ই আমাদের ধর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেনঃ

"আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন **'খাতামান্ নবীঈন'** ও **'খায়রুল মুরসালীন'** যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।"

[ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]